R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্ণিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৫০শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৩শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪১০ সাল।
৭ই এপ্রিল, ২০০৩ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

উত্তেজনাপ্রবণ গ্রামগুলোতে র‍্যাফ এবং ই, এফ, আর-এর রোড মার্চ চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামী ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে জঙ্গিপুর মহকুমার শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন আগে থেকেই বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন। মহকুমার সাতটি ব্লকের উত্তেজনাপ্রবণ গ্রামগুলোতে র‍্যাফ এবং ই, এফ আর বাহিনী নামিয়ে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় রোড মার্চ শুরু হয়েছে গত সপ্তাহ থেকে। এবার ভোটের দিন মহকুমার ৭০% বুথ চত্বরে রাইফেলবাহিনী মোতায়েন করা হবে। এছাড়া প্রত্যেক বুথে যেভাবে হোমগার্ড ও বাইরে থেকে লোক নিয়ে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা হয় তা চালু থাকবে। সাগরদীঘির কাবিলপুর, দস্তুরহাট, কড়াইয়া, বেলুইপাড়া, বালিয়া। রঘনাথগঞ্জ ১ ব্লকের নওদা, পশই, সেন্ডা, সিদ্ধিকালী, জামুয়ার। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের পাতলাটোলা, গিরিয়া, সেকন্দরা, কাশিয়াডাঙ্গা, বীরেন্দ্রনগর, গঙ্গাপ্রসাদ। সুতী ১ এর বহুতালী, কান্দোয়া, রঘুনাথপুর, মদনা। সুতী ২ হাঁপানিয়া, সামসেরগঞ্জের মহিষাস্থলী, (শেষ পৃষ্ঠায়)

পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে সামসেরগঞ্জেও বাম ঐক্য বিধ্বস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনটিতেই বামফ্রন্টের ঐক্য শেষ পর্যন্ত হল না। তাই এবার বেশ কিছু জায়গায় ফ্রন্টের দু' পার্টির মধ্যে সরাসরি লড়াই হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ও বি, জে, পি বেশ কিছুটা সুবিধা পেয়ে যাবে। এবার ঐক্য না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সি, পি, এমের আজাদ সেখ জানালেন, এখানে মোট আসন ১৩৬টা। এর মধ্যে আর, এস, পি চাই ১১টা এবং ফরওয়ার্ড ব্লক ফ্রন্টের নিয়ম নীতিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে সি, পি, এমের অনেক নেতৃস্থানীয়ের আসনগুলো দাবী করায় ঐক্য করা সম্ভব হয়নি। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো জানান, ফরওয়ার্ড ব্লক যতগুলো আসন চেয়েছিল তার অর্ধেকেও প্রার্থী দিতে পারেনি। এই বিষয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ইউসুফ হোসেনের বক্তব্য, প্রার্থী দেওয়া তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ফ্রন্ট হলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই হত এবং তাতে ফ্রন্ট বেশী লাভবান হত। ফঃ বঃ ছোট দল কিন্তু সংগঠিত, তাই প্রার্থী দেওয়া হয়েছে আমাদের সংগঠিত এলাকায়। আর, এস, পির ধুলিয়ান লোকাল কমিটির সম্পাদক রৌশান আলির মতে যে সব আসন আমাদের দিতে চেয়েছিল সে সব জায়গায় পায় আমাদের সংগঠন দুর্বল, তাই ঐক্য সম্ভব হয়নি।

সন্ত্রাসসর্বস্ব এ ভোটের কোন মানে হয় না

—বি, জে, পি

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকে এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে বি, জে, পি গ্রামসভায় লড়ছে ২২টিতে, পঞ্চায়েত সমিতিতে তিনটি এবং জেলা পরিষদে ১টি সিটে। সমঝোতার জন্য টি, এম, সিংকে ছাড়তে হয়েছে জেলা পরিষদ ১টা, প, সমিতি ২টা এবং গ্রামসভা ৪টা। "মহাজোট" হয়েছে একমাত্র জামুয়ার অঞ্চলে। রঘুনাথগঞ্জ ২ এ লক্ষ্মীজোলা গ্রাম পঞ্চায়েত ছাড়া আর এ দলের তেমন কোন প্রার্থী নাই। সেখানেও মহাজোট হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্ব আশা করছে জামুয়ার, লক্ষ্মীজোলা রঘুনাথগঞ্জে এবং সাগরদীঘি ব্লকে বালিয়া ও মনিগ্রাম মহাজোট দখল করবে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর মহকুমায় এবার দু'জন অবজারভার

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশে মুর্শিদাবাদ জেলায় এগারজনের একটি পর্যবেক্ষক দল আসছেন। ১১ মে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন এঁরা জেলার বিভিন্ন এলাকার বুথ ঘুরে ভোট প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবেন। জঙ্গিপুরের দায়িত্বে আছেন দু'জন অবজারভার। সাগরদীঘি, রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২ ব্লকের অবজারভার হয়ে আসছেন সুজয়গোবিন্দ নিয়োগী, (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভোটে গ্রামীণ ব্যাঙ্কে অচলাবস্থা লোক অভাবে পেনশনও বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্থানীয় গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক জঙ্গিপুর শাখার ৯০% কর্মীদের নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং গণনা কেন্দ্রে হাজির থাকার সরকারী নির্দেশ আসায় ব্যাঙ্কে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। স্থানীয় আমানতকারীরা হয়রান হচ্ছেন। গত ৬ মে ভোটের ট্রেনিং-এর জন্য ব্যাঙ্কে কোনো কাজ হবে না বলে নোটিশও ঝোলানো হয়। জানা যায়, ঐ দিন ১৪ জন কর্মীর (শেষ পৃষ্ঠায়)

সি পি এম অসাম্প্রদায়িক দল

—মহঃ সেলিম

নিজস্ব সংবাদদাতা : সি, পি, এমই একমাত্র দল। সাড়া দেশে মানুষের আশা ভরসার একমাত্র অবলম্বন। অন্যান্য রাজনৈতিক দল দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে আর সংখ্যালঘু মানুষদের মনে ভীতি আনছে। রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের মিঠিপুরে গত সপ্তাহে কয়েকশো শ্রোতার সামনে এই মন্তব্য করেন রাজ্যের সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী মহঃ সেলিম। ঐ জনসভার সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বলেন, (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে বৈশাখ বুধবার, ১৪১০ সাল।

হায় আলু !

কোন এক সময় কবি ঈশ্বর গুপ্ত যমক অলঙ্কারে অলংকৃত করিয়া আনারস প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—আনা দরে আনা হয় কত আনারস। কত শব্দটি ব্যবহার করিয়া হয়তো কবি বলিতে চাহিয়াছেন ফলটির প্রাচুর্যের কথা এবং সেই সঙ্গে তাহার মূল্য মানের কথা। সেই সময় এক আনায় মিলিত 'কত' আনারস নামক ফলটি। 'কত' শব্দ কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা চিহ্নিত করে না। সম্ভবতঃ তাহার প্রাচুর্যকেই ব্যঞ্জিত করে। তবে তিনি আলু লইয়া কখনও কোন রঙ্গ রসাত্মক কবিতা পংক্তি রচনা করিয়া ছিলেন কিনা তাহা জানা নাই, সুধী পাঠকেরা বলিতে পারিবেন কিনা তাহা বলিতে পারিনা। খাদ্য তালিকায় আলুর সবিশেষ কৌলিন্য আছে এবং ছিল। বাঙালীর পাতে অন্য কোন ব্যঞ্জন না থাকিলেও নিদেনপক্ষে আলু ভাতে যে যে অপরিহার্য তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ব্যঞ্জনের তালিকায় তাহার রহিয়াছে অনিবার্য উপস্থিতি এবং বিচিত্র ব্যঞ্জনা। আলু শব্দটি নানার্থক ও—যে ব্যক্তি প্রায় সব কাজে নিপুণ তাহাকে গোল আলু বলা হইয়া থাকে। আবার যাহার চারিত্রিক অবনমন ঘটিয়াছে তাহাকে অনেক সময় ব্যঙ্গ করিয়া বলা হইয়া থাকে যে তাহার আলুর দোষ আছে। ভোজ্য তালিকায় আলুকে ব্রাত্য করিয়া রসনা তৃপ্তিকারী ব্যঞ্জন রন্ধন ভাবা যায় না। তবে ব্যতিক্রম তাহাদের ক্ষেত্রে যাহাদের রক্তে রহিয়াছে শর্করা। শুধু ভোজ্যেই নয়, বচনে ও বাচ্যেও আলুর ব্যঞ্জনা ধর্মিতা প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়।

সাম্প্রতিককালের বিশেষ করিয়া এই বৎসরের একটি সুখবর—আলুর আশাতিরিক্ত উৎপাদন। উৎপাদক এবং ভোক্তা--উভয়ের নিকট ইহা সুখপ্রদ এবং আশাব্যঞ্জক সংবাদ। চাহিদা জোগানের ভিত্তিতে যে কোন বস্তুর মূল্যমান নির্ণীত হইয়া থাকে। বর্তমানে বাজারে আলুর দাম বেশ নিম্নমুখী। কোথাও কোথাও দুই টাকা হইতে তিন টাকা কিলো খুচরা দরে তাহা বিক্রিত হইতেছে। ভোক্তা ক্রেতা সাধারণের পক্ষে এই সুলভ মূল্য স্বাগত, সন্দেহ নাই। কিন্তু উৎপাদক চাষীদের নিকট ইহা মোটেই সুখকর নহে, প্রত্যাশিতও নহে। কারণ তাহারা অনেক টাকা দেনা করিয়া লাভের প্রত্যাশায় আলুর চাষ করিয়া থাকেন। ব্যয়িত অর্থ উঠিয়া না আসিলে তাহাদের মাথায় শুধু হাত পড়ে না ভাতেও হাত পড়ে। এই বারের উৎপাদিত আলুতে সেই রকম অবস্থা আসিয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ। একদিকে প্রকৃতির রোষ নামিয়া আসিয়াছে এই ফসলের উপরে। শিলা বৃষ্টিতে ক্ষেতের ফসল ক্ষেতেই নষ্ট হইয়াছে। আবার যাহারা তাহার রোষ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন তাহাদের অন্য এক সমস্যা দেখা দিয়াছে—তাহা হইল সংরক্ষণ যোগ্য হিমঘরের অভাব এবং অপ্রতুলতা। উৎপাদক চাষীরা ইহার জন্য হন্যে হইয়া হিমঘর মালিকের, পঞ্চায়েত কর্তাদের দ্বারস্থ হইয়াছেন কিন্তু বিশেষ কোন ফল হয় নাই। উৎপাদিত ফসল খোলা আকাশের নীচে পড়িয়া পচনের শিকার হইতে চলিয়াছে। গভীর হতাশায়, আশাভঙ্গের কারণে বেশ কিছু উৎপাদক নাকি দেনার দায়ে দিশাহারা হইয়া আত্ম হনন করিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। ফসলের 'পৌষ মাস' এমন অভাবিত 'সর্বনাশ' ডাকিয়া আনিবে তাহা কে জানিত ? হায় ! আলু তোমার এত কদর। অথচ তোমাকে সংরক্ষিত করিতে না পারার চাষীদের কি দুর্গতি আর হতাশা !

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সাবিয়ারার আজও কোন সন্ধান মেলেনি

মহাশয়, আপনার জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় গত ২৩ এপ্রিল প্রকাশিত খবরে ছাপান হয়েছে যে, গত ৯ মার্চ ২০০৩ ফাদিলপুর নারায়ণ সরকারের দোকান হতে গুম হওয়া সাবিয়ারা বিবিকে (১৯) উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত হতে পাওয়া গেছে। এই প্রসঙ্গে আমি সাবিয়ারার দাদা নাজিবুল সেখ জানাচ্ছি— উক্ত খবরটি পুরোপুরি মিথ্যা। আমার বোনের কোন হদিসই আমরা আজ পর্যন্ত পাইনি। বোনের গুম হওয়ার কেশটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সম্ভবত কেউ এই খবর জানিয়েছে। মেয়ের শোকে আমার বৃদ্ধ বাবা-মা বর্তমানে পাগলের মতো হয়ে গেছে। পুলিশের কাছ থেকেও কোন আশানুরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে না যে আমরা বোনকে ফিরে পাব। অতএব মহাশয়, আমার বোনকে যাতে ফিরে পাই তার জন্য পুলিশকে পত্রিকার মাধ্যমে আরো সক্রিয় হতে বলুন এটাই আমার অনুরোধ।

তাং ২৭-৪-০৩ নাজিবুল সেখ
C./O. কুদ্দুশ সেখ
গ্রাম ফাদিলপুর
পোঃ সম্মতিনগর (মুর্শিদাবাদ)

ফুলতলা সাব-পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টারের তুঘলকি কাণ্ড

গতকাল ২৮/৪/০৩ বেলা ১-১৫-য় আমার টেলিফোন বিলের টাকা ফুলতলা সাব-পোষ্ট অফিসে জমা দিতে গেলে পোষ্টমাষ্টার মেমো বই শেষ হয়ে গেছেও আজ বিল নেওয়া হবে না জানান। পরদিন ২৯/৪/০৩ আবার বেলা ১-১৫র সময় বিল দিতে গেলে পোষ্টমাষ্টার বলেন, আর বিল নেওয়া হবে না, আজ অনেক বিল নেওয়া হয়ে গেছে ইত্যাদি। যেখানে টেলিফোন বিল নেওয়ার সময় বেলা ২টা পর্যন্ত ধার্য আছে সেখানে তিনি ১-১৫র সময় কেন বিল নেবেন না ? এটা কোন তুঘলকি নিয়ম ? ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জবাব দেবেন কি ?

গোলাম মহম্মদ
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

এনটিপিসির জেনারেল ম্যানেজার শ্রীআগরওয়ালের পদোন্নয়ন

বিশেষ সংবাদদাতাঃ ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার এস, বি, আগরওয়াল নর্দান রিজিয়নের রাজ্য চালিত পাওয়ার ইউটিলিটির লক্ষ্ণৌ প্রধান কার্যালয়ের একসিকিউটিভ ডিরেকটারের পদে উন্নীত হয়েছেন। তিনি জি, পি, সিংহের স্থলাধিষিক্ত হচ্ছেন।

শ্রী আগরওয়াল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর স্নাতক। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ অবধি তিনি উত্তর প্রদেশের ফিরোজ গান্ধী উচ্চাহার তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রধান হিসাবে কাজ করেছেন। এরপর ২০০১ সালের জুনে ফরাক্কা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে যোগদান করেন। সুপার থার্মাল পাওয়ার ষ্টেশনের পরিচালনায় বিশেষভাবে দক্ষ এবং নিবেদিত শ্রী আগরওয়াল ভারতবর্ষে এবং বিদেশে ম্যানেজারিয়াল এবং টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। ১৯৮১ সালের ২৩ ডিসেম্বরে এন, টি, পি, সিতে যোগদানের পূর্বে তিনি ভিলাই ষ্টীল প্লান্টে ষ্টীল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডে কাজ করেছিলেন।

হালফিল রবীন্দ্রনাথ

শীলভদ্র সান্যাল

গত বছর থেকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর একছত্র প্রকাশনার দায় থেকে মুক্তি লাভ ক'রে জনগণেশের দরবারে এসে হাজির হয়েছেন। অর্থাৎ এখন যে কোনও প্রকাশক রবীন্দ্রনাথের বই ছাপাতে পারেন। বিশ্বভারতীর ঈষৎ পীতাভ মলাটের পরিবর্তে এখন রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বলিত রঙচঙে নানা ধরনের মলাট বন্দী বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে। এ বিষয়ে ক্রেতামহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। একদল, যাঁরা সংরক্ষণশীল ও প্রবীণ, তাঁরা ব্যাপারটাকে সুনজরে দেখছেন না। তাঁদের ধারণা, এতে রবীন্দ্র কৌলীন্যের হানি ঘটেছে। প্রকাশনা ও প্রচ্ছদের মান নিম্নস্তরের। অন্যদিকে, যাঁরা উঠতি নবীনের দল, তারা রবীন্দ্রনাথের এই গণমুক্তিতে স্বভাবতই উল্লসিত। তাঁদের ধারণা, এতে রবীন্দ্র চর্চার প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্র বৃহত্তর হবে। অবশ্য, বুদ্ধিজীবী মহল ছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্র চর্চা কতটুকু হয়, সে বিষয়ে সঙ্গত-কারণেই সন্দেহের অবকাশ আছে। অনেকের বাড়িতেই দেখা যায়, রবীন্দ্র-অরবিন্দ-বিবেকানন্দের রচনাবলী ড্রইং রুমের শোকেশে যত্ন সহকারে সাজানো, এটা কতটা অভ্যাগতদের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস, আর কতটাই বা আত্মচর্চার উপকরণ সামগ্রী, বলা মুশকিল! কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র একবার আমন্ত্রণ পেয়ে এক গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দামী কার্পেট পাতা প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরে ঢুকে তো তাঁর চক্ষুস্থির! ঘরজোড়া র‍্যাকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বাইশখানা ভল্যুমসহ কাফ্‌কা, কামু, ব্রেক্‌ট্‌, টলস্টয় কী নেই! শরৎচন্দ্র অত্যন্ত নিরীহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতসব বই আপনি পড়েন?' না, এসব ঠিক মানে, ইয়ে— বুঝছেন না? অপ্রস্তুত জমিদারবাবু মুখ কাচুমাচু করে জবাব দেন, 'আসলে, কতরকম গণ্যমান্য অতিথি আসেন কিনা, তাই আর কী!' শরৎচন্দ্র তখন কৌতুক করে বললেন, 'তা ওই মাপের কতকগুলো কাঠ ব্রাউন কালার করে সাজিয়ে রাখলেই তো হোত! আপনার অতগুলো টাকা বেঁচে যেত!' আসলে অনেক পোড় খাওয়া মানুষ তো, পয়সার মর্ম, যেটা 'তিনি' বুঝতেন, তা তো আর ধনকুবের জমিদারবাবুর বোঝার কথা নয়! অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে সভা সমাবেশ দেওয়াল লিখনে রবীন্দ্র উদ্ধৃতি দেওয়ার বেশ চল লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক স্তর থেকে যখন ইংরেজি হটাও অভিযান শুরু হল, তখন শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ, এই ধরনের উদ্ধৃতি এখানে ওখানে প্রায়ই চোখে পড়ত। কিন্তু কবি সেটি কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, সেটা কেউ একবার ভেবে দেখার প্রয়োজন বোধ করলেন না। নিশ্চয়ই ইংরেজি ভাষার বিরোধিতা করার জন্য নয়! রবীন্দ্র রচনা থেকে এইভাবে কোটেশন ধার করে রোগ নির্ণয়ের কী হাস্যকর প্রয়াস! তবে সুখের বিষয়, সরকার আবার প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ফিরিয়ে এনেছেন। আন্তর্জাতিক নেতারা যেমন দিল্লীতে এসে, গান্ধীঘাটে ফুল চড়াতে যান, তেমনই দিল্লীবাসী নেতৃবর্গ কলকাতার বিগ্রেডে জনসভা করতে এসে নিয়ম করে রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজীকে স্মরণ করেন। এইভাবে, বাঙালি সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দেওয়া হয়। ভাবখানা যেন, তাঁরা শুধুমাত্র বাংলারই সম্পত্তি। এটা এক ধরনের অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু, এরকম একটা আশঙ্কা মনের কোণে মাঝে মধ্যেই উঁকিঝুঁকি দেয়, আত্মবিস্মৃত বাঙালি কি রবীন্দ্রনাথকে ক্রমশঃ ভুলতে বসেছে? রবীন্দ্রনাথ নিজেই অবশ্য একবার ঘনিষ্ঠ মহলে এই রকম ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, গান আর ছোট গল্প ছাড়া আগামীতে আর কিছুই টিকবেনা। সত্তর বছর বয়সে ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন এবং তিনি যে একজন কত বড় চিত্রকর, তা বুঝেছিল বিদেশীরা। তাঁর প্রথম চিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল প্যারিসে। তবে, সেই সাথে আক্ষেপের বিষয় এই, তাঁর গীতাঞ্জলি কাব্যখানা নোবেল পুরস্কার পাবার পর পাশ্চাত্য দেশগুলো সেই যে তাঁর গায়ে সুফি সাধকের গেরুয়া আলখাল্লাটা চাপিয়ে দিল, আজও তা খোলা যায়নি। তিনি যে শুধুমাত্র একজন আপাদমস্তক প্রেমিক কবি, এটা তারা বুঝলনা! বুঝবে কী করে! মানসী, সোনারতরী, চিত্রার ইংরেজি অনুবাদ তো আর হয়নি! এখন অবশ্য উইলিয়াম র‍্যাদিকে, কেতকী কুশারী ডাইসনসহ বেশ কিছু সফল অনুবাদক ভাল কাজ করেছেন। কিছু সৎ পরিচালকের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের কিছু ছোট গল্প ও কয়েকটি উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ণও হয়েছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর প্রিন্ট নষ্ট হয়ে গেছে, আর কোনও দিনই তা দেখা যাবেনা। অন্য ছবিগুলি আর্কাইভে সংরক্ষিত। এটা ঠিকই, রবীন্দ্র জন্মোৎসব বাঙালির অন্যতম পার্বণ। কবির মৃত্যুর বাষট্টি বছর পরেও, পঁচিশে বৈশাখ দিনটি এলেই আকাশে-বাতাসে কেমন যেন পুজো পুজো গন্ধ লাগে। চির নূতনেরে দিল ডাক, 'পঁচিশে বৈশাখ।' গানের কলিগুলো কানে গুঞ্জরিত হতে থাকে। ছাত্রাবস্থায়, স্কুল-কলেজ লাইব্রেরিতে ঘটা করে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হতে দেখেছি। নিজেরাও সোৎসাহে অংশ নিয়েছি। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে সেই স্নায়ু টানটান বিদ্যুৎ শিহরণ আজও মনে পড়ে। এখন এসব চোখে পড়ে কই? অধুনা ক্লাবগুলোতে ঘটা ক'রে দুর্গোৎসব হয়, রবীন্দ্রোৎসব হয় না! ঐতিহ্যলালিত লাইব্রেরি উপেক্ষা ও অবক্ষয়ের অন্ধকারে নির্বাসিত। ঘরের কোণে বোকাবাক্সের সামনে বসে গুটিকয়েক মানুষ আজ খাপছাড়াভাবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জন্মোৎসবের ক্লিপিংস্ দেখেন। অন্যরা এসব জোলো ব্যাপারে সময় নষ্ট না ক'রে চ্যানেল পাল্টান। রবীন্দ্রনাথ এখন যে কেবল কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলেই সীমাবদ্ধ, একথা বললে বোধহয় খুব ভুল হয় না। গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, আবৃত্তি বা সঙ্গীতের আসর, যা কিছু সব তো ওখানেই। পতঙ্গকুল যেমন আলোর দিকে ধেয়ে যায়, তেমনই বাংলার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীরা মোহিনী কলকাতায় মগ্ন। জেলায় জেলায় রবীন্দ্রভবন আছে বটে, কিন্তু সেখানে 'রবীন্দ্রনাথ' কতটা আছেন, বলা দুষ্কর। কবির খোদ রাজ্যপাট, ওই বিশ্বভারতীও তো এখন ভগ্ন-নীড়! সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ক্রমশঃ পিছিয়ে পড়া আত্মবিস্মৃত বাঙালির গর্ব করার স্থল বলতে তো ওই 'নোবেল প্রাইজ পাওয়া' রবীন্দ্রনাথ, তারপর, সত্যজিৎ রায়, অমর্ত্য সেন আর সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রবল খরায় এঁরাই তো দু' ফোঁটা তৃষ্ণার জল!

ক্যানভাসার

রচনা : শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

আমি পরের 'ক্যানভাসার'।
পরের জন্য পরের কাছে করি কান্না সার।
পরে দুখে চুমুক দিবে বাটী যোগাই তার।
আমি পরের জন্যে চিনি বহি, ঘাস আমার আহার।
মানুষ বলে যে মানুষকে করিনি 'কেয়ার'।
আজ নিরেস লোককে সরেস করা ব্যবসা আমার।
পরার্থ-পর আমার মত কজন আছে আর।
পরে দিতে পদ ধরি পর পদ পর মোর সারাৎসার॥
ঘৃণা, লজ্জা, কুল, মান করিয়াছি পরিহার।
আমি অক্রোধ পরমানন্দ বিনয়ের অবতার।
কাজটি হাসিল হয়ে গেলে তখন কেবা কার।
দিব্য চক্ষে স্বরূপ আমার দেখবে পরিষ্কার॥
কবি বলে, দালাল তুমি, তোমায় চেনা ভার,
তোমার পেটের জন্য ব্যবসাদারী, পেট মহাভান্ডার॥

[প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৩]

এ্যামবাসাডর-লরি মুখোমুখি সংঘর্ষে ১ জনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৯ এপ্রিল সন্ধ্যের দিকে রঘুনাথগঞ্জ থানার সিদ্ধিকালী পুলিশ ক্যাম্পের কাছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে এক পথ দুর্ঘটনায় একজন মারা যান। জানা যায়, উমরপুরমুখী একটি এ্যামবাসাডরের সঙ্গে বিপরীতমুখী একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে এ্যামবাসাডরটি রাস্তার ধারের নয়নজলিতে পড়ে যায়। এ্যামবাসাডরের ছ'জন যাত্রীর মধ্যে গাড়ীর ড্রাইভার গণেশ কর্মকার মারা যান। বাকীদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে দু'জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ঐ দিনই ছেড়ে দেয়া হয়। লরির ড্রাইভার ফেরার। ট্রাকটিকে পুলিশ আটক করে।

অসাম্প্রদায়িক দল—মহঃ সেলিম (১ম পৃষ্ঠার পর)

জনগণ বামফ্রন্টের শাসনে সন্তুষ্ট এবং গ্রামীণ সার্বিক উন্নতির জোয়ারে মানুষ বামফ্রন্টের পক্ষে রায় দেবেন। সভায় উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে অর্দ্ধেকের বেশী—সেকেন্দ্রা এবং গিরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে উপস্থিত হলেও মিঠিপুরের গ্রামবাসীরা সি, পি, এমের সভা বয়কট করেন বলে খবর।

দু'জন অবজারভার (১ম পৃষ্ঠার পর)

ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যান্ডিক্যাফ্‌ট ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন। সুতী ১/২, সামসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকের দায়িত্বে আছেন সেখ সেলিম, ডেপুটি কনট্রোলার অব সিভিল ডিফেন্স। এছাড়া একজন অভিজ্ঞ এস, পি পদমর্যাদাসম্পন্ন পুলিশ অফিসারকে ভোটের দিন জঙ্গিপুর মহকুমার শান্তি শৃংখলা পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে।

লোক অভাবে পেনশনও বন্ধ (১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে ১১ জনই ভোটের প্রয়োজনে চলে যাওয়ায় বাকী ২ জন পিওন নিয়ে ব্রাঞ্চ ম্যানেজার দপ্তর খুলে বসে থাকা ছাড়া কিছু করতে অপারগ হন। তাই গ্রাহক পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। এই সব কারণে পেনশনও হয়নি। গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সম্মতিনগর শাখারও একই অবস্থা বলে জানা যায়।

রোড মার্চ চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাসুদেবপুর, কাঁকুড়িয়া, ফরাক্কা ব্লকের শঙ্করপুর, অর্জুনপুর বেনিয়াগ্রাম ইত্যাদি উত্তেজনাপ্রবণ গ্রামগুলোতে রোড মার্চ চলছেই। ভোটের আগে এলাকার সমাজবিরোধীদের গ্রেপ্তারেরও কাজ চলছে পাশাপাশি। গত মাসে ৭৯ জন ওয়ারেন্ট আসামীসহ ১০টি পিস্তল, ১৩ রাউন্ড গুলি, প্রায় ৮০টি বোমা উদ্ধার হয়।

এ ভোটের কোন মানে হয় না—বি, জে, পি (১ম পৃষ্ঠার পর)

জেলা সম্পাদক চিত্ত মুখার্জী কংগ্রেসের নেতা ভাঙ্গানোর খেলায় খুবই রুষ্ট। তিনি বলেন, রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের বাহাদিনগর, শ্রীকান্তবাটি, খুড়িপাড়া, মির্জাপুর—এই সব গ্রামে আমাদের সমর্থক ও ভোটার প্রচুর। কিন্তু সেই সব এলাকার বি, জে, পি নেতারা রাতারাতি কংগ্রেসের ফাঁদে পা দিয়ে দলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। চিত্ত জানান, সেন্ডায় সি, পি, এম ভয় দেখিয়ে তাঁদের প্রার্থীর বাড়ী ঘেরাও করে তাকে নমিনেশন ফাইল করতে আসতে দেয়নি। সিদ্ধিকালীতেও একই অবস্থা করায় বাইরে থেকে মিলন মন্ডলকে দাঁড় করানো হয়েছে। পরবর্তীতে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে কংগ্রেসও প্রার্থী দেওয়ায় ওখানে সমঝোতা করা যায় কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বাইন্ধ্যাতে চরম আতঙ্কজনক অবস্থায় প্রার্থী হতে বিজেপি কর্মীরা সাহস পায়নি। চিত্তবাবু আক্ষেপের সঙ্গে জানান—মানুষ আশ্রয় নিতে কংগ্রেসে যাচ্ছে বটে, কিন্তু ঝাড়ুয়ায় ঘোষ-পুকুরে ওদের লোকেদের উপর সি, পি, এম চরম অত্যাচার শুরু করেছে। কেউ তাদের কাছে যাচ্ছে না। উল্টে আমাদের লোককেই ভাঙ্গাচ্ছে। গদাইপুরেও প্রার্থী হয়ে দাঁড়াতে সাহস দেখায়নি কেউ। তিনি অভিযোগ করেন, ফ্রেজারনগর, কান্তনগর, বীরেন্দ্রনগর, রঘুনাথপুর এই সব গ্রামে ভোট হলে আমরাই জিতবো। কান্তনগরে বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জড়ানোর চক্রান্ত চলছে। এছাড়া যেভাবে বাইরে থেকে আগ্নেয়াস্ত্র আসছে, দিনরাত বোমা বাঁধা শুরু হয়েছে তাতে ভোট হবে বলে মনে হয়না, রিগিং হবেই। তাছাড়া সমস্ত সরকারী যন্ত্র পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে কাজ করছে সি, পি, এম এর হয়ে। এম, পি, / এম, এল, এ ল্যাডের টাকা এখন খরচ হচ্ছে। চিত্তবাবু ক্ষোভের সঙ্গে জানান—জেলা শাসক কেন কিছু বলছেন না? সরকারী কর্মচারীদের অন্যান্য সংগঠনের নেতাদের উপেক্ষা করে একতরফা নির্বাচনের প্রক্রিয়া কোঅর্ডিনেশন নেতারা প্রভাবিত করছে অন্যান্যবারের মতোই। নির্বাচন কমিশন, মহকুমা শাসক, বি ডি ও কাউকে বলেও কিছু হচ্ছে না। রাজ্য জুড়ে মহাজোট না হওয়া অবধি এই ভাবেই ভোট হবে। অন্যদিকে চিত্ত মুখার্জীর ধারণা—মুসলিম ভোটের সিংহভাগই যাবে কংগ্রেসে। কারণ তোষণে এখনও ওরা ফার্স্ট বয়। এর ফলে সন্ত্রাস আরো বাড়বে জেলায়।

লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শিশু লোকশিল্পীদের লেখাপড়ার জন্য অনুদান

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শিশু লোকশিল্পীদের লেখাপড়ার জন্য অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্যে যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করছেন। এই অনুদান দুই বছরের জন্য দেওয়া হবে। নিম্নে দেওয়া আবেদনপত্রটি সাদা কাগজে যথাযথভাবে পূরণ করে পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়--সচিব, লোকসংস্কৃতি কেন্দ্র, মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা ৭০০০৬৮। আবেদনপত্র কেন্দ্রের কার্যালয়ে আগামী ৩০ মে, ২০০৩ এর মধ্যে পৌঁছতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কার্যালয়ে আবেদনপত্র জমা দেবার শেষ তারিখ ২০ মে, ২০০৩। কেবলমাত্র যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্রগুলি থেকে বাছাই করে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা : প্রার্থীর বয়স অবশ্যই ১৩-১৪ বছরের মধ্যে এবং বিদ্যালয়ে পঠিত হতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই লোকসংস্কৃতির যে কোন আঙ্গিকের গান, নাচ বা নাটকের চর্চারত হতে হবে। প্রার্থীর অভিভাবকের বার্ষিক আয় কোনমতেই ২০০০ টাকার ঊর্ধ্বে হওয়া চলবে না। আবেদনপত্রের খসড়া : ১) শিশুশিল্পীর নাম, ২) বয়স, (জন্ম তারিখ) উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে। ৩) যে শ্রেণীতে পাঠরত, ৪) বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা (প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র দিতে হবে)। ৫) যে আঙ্গিকের সাথে জড়িত। ৬) এককভাবে অনুষ্ঠান পারে কিনা, ৭) অনুষ্ঠানে শিল্পীর ভূমিকা—সঙ্গীত শিল্পী / নৃত্য শিল্পী / বাদক / অভিনয় শিল্পী। ৮) অভিভাবকের নাম, ৯) যোগাযোগের সম্পূর্ণ ঠিকানা, ১০) অভিভাবকের আনুমানিক মাসিক আয় (জনপ্রতিনিধি দ্বারা প্রত্যয়িত উপযুক্ত প্রমাণপত্র দিতে হবে), ১১) উপার্জনশীল ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির সংখ্যা (সম্ভব হলে)

তারিখ আবেদনকারীর স্বাক্ষর

স্মারক সংখ্যা ২৯০ (১০) তথ্য মুর্শিঃ তাং ৭-৫-২০০৩

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সর্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।